যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৬৮

১/ বিবিধ

আরবী

إن أحسن الحسن الخلق الحسن
موضوع

رواه أبو بكر الطريثيثي في " مسلسلاته " (1 / 2) والقضاعي (83 / 1) عن أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري عن محمد بن زكريا الغلابي قال: أخبرنا الحسن عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره قال أبو العباس: أما الحسن الأول فهو الحسن بن زياد
والحسن الثاني فهو الحسن بن حسان. والحسن الثالث هو الحسن بن أبي الحسن البصري. والحسن الرابع هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ومن طريق الطريثيثي رواه ابن الجوزي في " مسلسلاته " (الحديث 36) لكنه قال: " الحسن الأول هو الحسن بن حسان العبدي، والثاني ابن دينار ... ". والباقي مثله ولعله الصواب فقد ساقه من طريق أخرى عن محمد بن زكريا الغلابي قال: حدثنا الحسن بن حسان العبدي عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال: قال الحسن بن علي بن طالب
فذكره موقوفا عليه ثم قال: " هذا الحديث لا أصل له موقوفا، أنبأنا أبو زرعة بن محمد بن طاهر عن أبيه: هذا حديث مصنوع لا أصل له، والحسن بن دينار قد كذبه أحمد ويحيى، وإنما أراد التسلسل وتكلف من بعده هذه
القاعدة ". قلت: والغلابي يضع الحديث كما قال الدارقطني، وساق له الذهبي حديثا ثم

عقب عليه بقوله: " فهذا كذب من الغلابي ". قلت: ومدار الحديث مرفوعا، وموقوفا عليه فهو موضوع على كل حال، وهو مما سود به السيوطي كتابه " الجامع الصغير " فقد أورده فيه من رواية المستغفري في " مسلسلاته " وابن عساكر عن الحسن بن علي. ولم يتعقبه المناوي إلا بأن فيه الحسن بن دينار أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " النسائي وغيره متروك ". وهذا تقصير منه فالغلابي مثل ابن دينار أو شر منه، لأن ابن دينار وإن كذب فلم ينسب للوضع

বাংলা

৭৬৮। ভাল চরিত্রই হচ্ছে ভাল কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম।

হাদীছটি জাল।

এটি আবু বাকর আত-তুরায়ছীছী তার "মুলালসালাত" (১/২) গ্রন্থে এবং কাযাঈ (১/৮৩) আবুল আব্বাস জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুসতাগফিরী হতে তিনি মুহাম্মদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী হতে তিনি হাসান হতে তিনি হাসান হতে তিনি হাসান হতে তিনি হাসান ইবনু আবিল হাসান হতে তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু যিয়াদ। দ্বিতীয় হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু হাসসান। তৃতীয় হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু আবিল হাসান আল-বাসরী। আর চতুর্থ হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু আলী (রাঃ)। হাদীছটি ইবনুল জাওযী তুরায়হীহী সূত্রে “মুসালসালাত” গ্রন্থে (হাঃ ৩৬) বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেনঃ প্রথম হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু হাসসান আল-আবাদী আর দ্বিতীয় হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু দীনার। সম্ভবত এটিই সঠিক। কারণ অন্য সূত্রে আল-গাল্লাবী বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু হাসসান আল-আবাদী হতে তিনি হাসান ইবনু দীনার হতে...।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেনঃ মওকুফ হিসাবে এটির কোন ভিত্তি নেই। আবু যুর'আহ তার পিতা হতে নকল করে বলেছেনঃ এ হাদীছটি বানোয়াট, এর কোন ভিত্তি নেই। হাসান ইবনু দীনারকে ইমাম আহমাদ এবং ইয়াহইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আল-গাল্লাবী হাদীছ জলিকারী যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন। মারফূ’ ও মওকুফ উভয় অবস্থায় হাদীছটি তার মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব সর্বাবস্থায় হাদীছটি বানোয়াট। সুয়ূতী হাদীছটি “আল-জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71647

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন